শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যাঁর আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৮৫ ॥

অনুভাষ্য

গণোদ্দেশে (১৩৭ ও ১৬৬ শ্লোকে)—বৃন্দাবনে যিনি কৃষ্ণ-ভৃত্য 'ভৃঙ্গার', অথবা যিনি 'শশিরেখা', তিনিই গৌরাবতারে কাশীশ্বর (?)।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে গ্রন্থকরণে বৈষ্ণবাজ্ঞারূপকথনং নামাষ্টম-পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

৬৯। ভূগর্ভের (আদি ১২শ পঃ ৮১) শিষ্য—চৈতন্যদাস, মুকুন্দদাস ও কৃষ্ণদাস। শিবানন্দ—আদি ১২শ পঃ ৮৭ সংখ্যা।

ইতি অনুভাষ্যে অষ্টম পরিচ্ছেদ।

নবম পরিচ্ছেদ

কথাসার—নবম পরিচ্ছেদে ভক্তিকে তরুরূপে বর্ণন করত একটী রহস্যের উদ্ভাবন করিয়াছেন। বিশ্বম্ভর-গৌরাঙ্গকে মূল-বৃক্ষ করিয়া ভক্তিতরুর মালাকার ও তৎফলের দাতা-ভোক্তা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীনবদ্বীপধামে ঐ ফলবৃক্ষ-রোপণের আরম্ভ, পরে পুরুষোত্তম, বৃন্দাবন ইত্যাদি অন্য স্থানে ঐরূপ প্রেমফলোদ্যান বাড়ান হইয়াছিল। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী ঐ বৃক্ষের প্রথম অঙ্কুর ; তাঁহার শিষ্য শ্রীঈশ্বরপুরী ঐ অঙ্কুর পুষ্ট করিলেন। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব মালী হইয়া আবার নিজ অচিন্ত্যশক্তি-বলে ঐ বৃক্ষের স্কন্ধ। পরমানন্দপুরী প্রভৃতি নয়জন সন্ন্যাসী ঐ বৃক্ষের মূল। মূল-স্কন্ধের উপর শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীনিত্যানন্দরূপ আরও দুই স্কন্ধ হইল। সেই স্কন্ধদ্বয় হইতে নানাপ্রকার শাখা-উপশাখাগণ বাহির হইয়া জগৎকে বেষ্টন করিল। এই বৃক্ষের প্রেমফল সর্ব্বত্র যাহাকে তাহাকে দান করা হইল। এইপ্রকার ভক্তিবৃক্ষ রোপণ করিয়া তাহার ফলাস্বাদনদ্বারা জগৎকে মাতাল করিলেন। এই বর্ণনটী রূপক। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

গৌর-কৃপায় অসম্ভব সম্ভব ঃ—

তং শ্রীমৎকৃষ্ণচৈতন্যদেবং বন্দে জগদ্গুরুম্ ।
যস্যানুকম্পয়া শ্বাপি মহাব্ধিং সন্তরেৎ সুখম্ ॥ ১ ॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরচন্দ্র ।
জয় জয়াদ্বৈত জয় জয় নিত্যানন্দ ॥ ২ ॥
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌরভক্তগণ ।
সর্ব্বাভীষ্ট-পূর্ত্তি হেতু যাঁহার স্মরণ ॥ ৩ ॥
শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্ট-রঘুনাথ ।
শ্রীজীব, গোপালভট্ট, দাস-রঘুনাথ ॥ ৪ ॥
এসব-প্রসাদে লিখি চৈতন্য-লীলাগুণ ।
জানি বা না জানি, করি আপন-শোধন ॥ ৫ ॥

মালাকার—মহাপ্রভু স্বয়ং ঃ—

মালাকারঃ স্বয়ং কৃষ্ণঃ প্রেমামরতরুঃ স্বয়ম্ ।
দাতা ভোক্তা তৎফলানাং যস্তং চৈতন্যমাশ্রয়ে ॥ ৬ ॥

মালাকার হইবার কারণ—অভিধেয়াধিদেবত্বের সার্থকতা ঃ—

প্রভু কহে, আমি 'বিশ্বম্ভর' নাম ধরি ।
নাম সার্থক হয়, যদি প্রেমে বিশ্ব ভরি ॥ ৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। যাঁহার অনুকম্পা লাভ করিয়া কুক্কুরও মহাসমুদ্র সন্তরণ করিতে সমর্থ হয়, সেই জগদ্গুরু কৃষ্ণচৈতন্যদেবকে আমি বন্দনা করি।

৫। আপন-শোধন—নিজের শুদ্ধির জন্য।

৬। শ্রীচৈতন্য স্বয়ংই প্রেমরূপ-দেবতরু, স্বয়ংই তাহার মালাকার। যিনি সেই বৃক্ষের ফলসমূহের দাতা ও ভোক্তা, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে আমি আশ্রয় করি।

অনুভাষ্য

১। যস্য (চৈতন্যদেবস্য) অনুকম্পয়া (প্রসাদেন) শ্বা (কুক্কুরঃ) অপি মহাব্ধিং (মহাসমুদ্রং) সুখং সন্তরেৎ (সন্তরণেন তৎপারং গচ্ছেৎ), তং জগদ্গুরুং (সর্ব্বজগতাং গুরুং পূজ্যং) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবম্ [অহং] বন্দে।

৬। যঃ (চৈতন্যদেবঃ) স্বয়ং মালাকারঃ (উদ্যানরক্ষকঃ) স্বয়ং কৃষ্ণপ্রেমামরতরুঃ (কৃষ্ণস্য প্রেমৈব অমরতরুঃ অবিনাশী বৃক্ষঃ) তৎফলানাং (কল্পবৃক্ষস্য প্রেমফলানাং) দাতা, ভোক্তা চ, [স্বয়ম্ এব] তং চৈতন্যম্ [অহম্] আশ্রয়ে (প্রপদ্যে)।

নবদ্বীপে ভক্তিফলোদ্যান রচনা ঃ—

এত চিন্তি' লৈলা প্রভু মালাকার-ধর্ম্ম ।
নবদ্বীপে আরম্ভিলা ফলোদ্যান-কর্ম্ম ॥ ৮ ॥
শ্রীচৈতন্য মালাকার পৃথিবীতে আনি' ।
ভক্তি-কল্পতরু রোপিলা সিঞ্চি' ইচ্ছা-পানি ॥ ৯ ॥

তাহার প্রথম অঙ্কুর—শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী ঃ—

জয় শ্রীমাধবপুরী কৃষ্ণপ্রেমপূর ।
ভক্তিকল্পতরুর তেঁহো প্রথম অঙ্কুর ॥ ১০ ॥

ঈশ্বরপুরীতে বৃদ্ধিপ্রাপ্তি ঃ—

শ্রীঈশ্বরপুরী-রূপে অঙ্কুর পুষ্ট হৈল ।
আপনে চৈতন্যমালী স্কন্ধ উপজিল ॥ ১১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০। শ্রীমাধবপুরী—ইঁহার নাম মাধবেন্দ্রপুরী। ইঁনি শ্রীমধ্বাচার্য্যের সম্প্রদায়ে একজন প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী। ইঁহার অনুশিষ্য শ্রীচৈতন্যদেব। শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়ে ইঁহার পূর্ব্বে প্রেমভক্তির কোন লক্ষণ ছিল না। ইঁহার কৃত "অয়ি দয়ার্দ্রনাথ" শ্লোকে মহাপ্রভুর শিক্ষিত তত্ত্ব বীজরূপে ছিল।

১১। ঈশ্বরপুরী—মহাপ্রভুর মন্ত্রগুরু ঈশ্বরপুরী কুমারহট্টে অর্থাৎ হালিসহর-গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য।

অনুভাষ্য

১১। শ্রীঈশ্বরপুরী—কুমারহট্টে (ই, বি, আর, লাইনে হালি-সহর ষ্টেশন) বিপ্রকুলে উদ্ভূত ও শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর প্রিয়তম শিষ্য। অন্ত্য, ৮ম পঃ ২৬-২৯ সংখ্যা—"ঈশ্বরপুরী করে শ্রীপদসেবন। স্বহস্তে করেন মল-মূত্রাদি মার্জ্জন।। নিরন্তর কৃষ্ণনাম করায় স্মরণ। কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণলীলা শুনায় অনুক্ষণ।। তুষ্ট হঞা পুরী তাঁরে কৈল আলিঙ্গন। বর দিল কৃষ্ণে তোমার হউক্ প্রেমধন।। সেই হৈতে ঈশ্বরপুরী প্রেমের সাগর।"

ঈশ্বরপুরী শ্রীমহাপ্রভুকে গয়ায় দশাক্ষর-মন্ত্রে দীক্ষা দিবার পূর্ব্বে নবদ্বীপ-নগরে আসিয়া গোপীনাথাচার্য্যের গৃহে কতিপয় মাস বাস করেন, সেইকালে মহাপ্রভুর সহিত তিনি আলাপ করেন ও নিজকৃত 'কৃষ্ণলীলামৃত'-গ্রন্থ শ্রবণ করান। চৈঃ ভাঃ আদি, ৭ম অঃ দ্রষ্টব্য।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন কুমারহট্টে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান দর্শন করিতে আগমন করেন, তখন তিনি জীবকুলকে শ্রীগুরু-ভক্তি শিক্ষা দিবার জন্য—"সেই স্থানের মৃত্তিকা আপনে প্রভু তুলি'। লইলেন বহির্ব্বাসে বান্ধি' এক ঝুলি।।" (চৈঃ ভাঃ আঃ, ১২শ অঃ) এই লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে ঈশ্বরপুরীর স্থান দর্শন করিতে আসিয়া সকলেই সেই স্থানের মৃত্তিকা লইয়া যান।

অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে মালী হইয়াও স্বয়ং স্কন্ধ এবং সকলশাখার আশ্রয় ঃ—

নিজাচিন্ত্যশক্ত্যে মালী হঞা স্কন্ধ হয় ।
সকল শাখার সেই স্কন্ধ মূলাশ্রয় ॥ ১২ ॥

নয়জন সন্ন্যাসী—নয়টী মূল ঃ—

পরমানন্দ পুরী, আর কেশব ভারতী ।
ব্রহ্মানন্দ পুরী, আর ব্রহ্মানন্দ ভারতী ॥ ১৩ ॥
বিষ্ণু পুরী, কেশব পুরী, পুরী কৃষ্ণানন্দ ।
শ্রীনৃসিংহ তীর্থ, আর পুরী সুখানন্দ ॥ ১৪ ॥
এই নব মূল নিকসিল বৃক্ষমূলে ।
এই নব মূলে বৃক্ষ করিল নিশ্চলে ॥ ১৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪। 'পুরী'-সন্ন্যাসিগণ সকলেই শ্রীঈশ্বরপুরীর সম্বন্ধে আত্মীয়বর্গ। 'ভারতী'-সন্ন্যাসিগণ—মহাপ্রভুর সন্ন্যাসদাতা গুরু কেশব ভারতীর সম্বন্ধে আত্মীয়বর্গ।

অনুভাষ্য

১৩। পরমানন্দপুরী—ত্রিহুত দেশোৎপন্ন বিপ্র এবং শ্রীমাধ-বেন্দ্রপুরীর শিষ্য এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরম প্রিয়পাত্র। (চৈঃ ভাঃ অন্ত ১১শ অঃ) "সন্ন্যাসীর মধ্যে ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র। আর নাহি এক পুরী গোসাঞি সে মাত্র।। দামোদরস্বরূপ, পরমানন্দ-পুরী। সন্ন্যাসিপার্ষদে এই দুই অধিকারী।। নিরবধি নিকটে থাকেন দুইজন। প্রভুর সন্ন্যাসে করে দণ্ডের গ্রহণ।। পুরী ধ্যানপর, দামোদরের কীর্ত্তন। ** ।। যত প্রীতি ঈশ্বরের পুরী-গোসাঞিরে। দামোদর-স্বরূপেরেও তত প্রীতি করে।।"

পরমানন্দ পুরীর দর্শনে প্রভুর উক্তি—(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৩য় পঃ) "আজি ধন্য লোচন, সফল আজি জন্ম। সফল আমার আজি হৈল সর্ব্বধর্ম্ম।। প্রভু বলে আজি মোর সফল সন্ন্যাস। আজি মাধবেন্দ্র মোরে হইলা প্রকাশ।। কথোক্ষণে অন্যোহন্যে করেন প্রণাম। পরমানন্দপুরী চৈতন্যের প্রিয়ধাম।।"

পরমানন্দপুরী পুরুষোত্তমে শ্রীমন্দিরের পশ্চিমদিকে একটী মঠ ও কূপ করিয়া বাস করেন। কূপে জল ভাল না হওয়ায় মহাপ্রভু বলিলেন. (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৩য় অঃ)—"মহাপ্রভু জগন্নাথ মোরে দেহ এই বর। গঙ্গা প্রবেশুক এই কূপের ভিতর।। প্রভু বলে, শুনহ সকল ভক্তগণ। এ কূপের জলে যে করিবে স্নান পান।। সত্য সত্য হবে তার গঙ্গাস্নান-ফল। কৃষ্ণে ভক্তি হবে তার পরম নির্ম্মল।। প্রভু বলে, আমি যে আছিয়ে পৃথিবীতে। নিশ্চয়ই জানিহ পুরী-গোসাঞির প্রীতে।।" গৌরগণোদ্দেশে (১১৮ শ্লোক)—"পুরী শ্রীপরমানন্দো য আসীদুদ্ধবঃ পুরা।"

কেশবভারতী—শ্রীশঙ্কর-প্রবর্ত্তিত দশনামী দণ্ডিগণের

পরমানন্দপুরী মধ্যমূল ঃ—

মধ্যমূল পরমানন্দ পুরী মহাধীর।
এই নব মূলে বৃক্ষ করিল সুস্থির ॥ ১৬ ॥

তাহাদিগের দ্বারা অসংখ্য শাখা ও উপশাখা ঃ—

স্কন্ধের উপরে বহু শাখা নিকসিল।
উপরি উপরি শাখা অসংখ্য হইল ॥ ১৭ ॥
বিশ বিশ শাখা করি' এক এক মণ্ডল।
মহা-মহা-শাখা ছাইল ব্রহ্মাণ্ড সকল ॥ ১৮ ॥
একৈক শাখাতে উপশাখা শত শত।
যত উপজিল শাখা কে গণিবে কত ॥ ১৯ ॥
মুখ্য মুখ্য শাখাগণের নাম গণন।
আগে তা' করিব, শুন বৃক্ষের বর্ণন ॥ ২০ ॥

মূলস্কন্ধের দুইদিকে দুইটী স্কন্ধ—নিতাই ও অদ্বৈত ঃ—

শাখার উপরে হৈল বৃক্ষ-দুই স্কন্ধ।
এক 'অদ্বৈত' নাম, আর 'নিত্যানন্দ' ॥ ২১ ॥

শিষ্য-প্রশিষ্যরূপ শাখা-উপশাখা-পরম্পরায় বিস্তার ঃ—

সেই দুইস্কন্ধে শাখা যত উপজিল।
তার উপশাখাগণে জগৎ ছাইল ॥ ২২ ॥
বড় শাখা, উপশাখা, তার উপশাখা।
জগৎ ব্যাপিল তার কে করিবে লেখা ॥ ২৩ ॥
শিষ্য, প্রশিষ্য, আর উপশিষ্যগণ।
জগৎ ব্যাপিল তার নাহিক গণন ॥ ২৪ ॥
উড়ুম্বর-বৃক্ষ যেন ফলে সর্ব্ব অঙ্গে।
এই মত ভক্তিবৃক্ষে সর্ব্বত্র ফল লাগে ॥ ২৫ ॥

তাহা হইতে মালাকার গৌরের কৃষ্ণ-প্রেমামৃত ফল-বিতরণ-লীলা ঃ—

মূলস্কন্ধের শাখা আর উপশাখাগণে।
লাগিল যে প্রেমফল,—অমৃতকে জিনে ॥ ২৬ ॥

বিনামূল্যে প্রেমফল-বিতরণ ঃ—

পাকিল যে প্রেমফল অমৃত-মধুর।
বিলায় চৈতন্যমালী, নাহি লয় মূল ॥ ২৭ ॥
ত্রিজগতে যত আছে ধন-রত্নমণি।
একফলের মূল্য করি' তাহা নাহি গণি ॥ ২৮ ॥

পাত্রাপাত্র-নির্ব্বিশেষে বিতরণ ঃ—

মাগে বা না মাগে কেহ, পাত্র বা অপাত্র।
ইহার বিচার নাহি জানে, দেয় মাত্র ॥ ২৯ ॥

অনুভাষ্য

অন্যতম 'ভারতী'-সম্প্রদায়ভুক্ত। সরস্বতী, ভারতী ও পুরী—এই সম্প্রদায়ত্রয় দক্ষিণাপথের শৃঙ্গেরী মঠাধীন। শ্রীকেশব-ভারতী কাটোয়ার শাখামঠে তৎকালে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, ইনি ব্রহ্মসন্ন্যাসী হইলেও শ্রীমাধ্ব-সম্প্রদায়স্থ শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের মন্ত্রশিষ্য এবং বৈষ্ণবসন্ন্যাসী। বর্দ্ধমান জেলার অধীন কান্দরা ডাকঘরের অন্তর্গত খাটুন্দি-গ্রামে তাঁহার দেবসেবা ও মঠ স্থাপিত আছে। মঠাধিকারিগণের মতে, তাঁহারা কেশবভারতীর বংশ ; কেশবের পুত্র (মতান্তরে শিষ্য)—নিশাপতি ও উষাপতি। নিশাপতির বংশে শ্রীনকড়িচন্দ্র বিদ্যারত্ন সেবাধিকারিরূপে বর্ত্তমান আছেন ও হুগলী বৈঁচির নিকট রাখাল-দাসপুরে উষাপতির বংশ আছেন। ইঁহারা কেশব ভারতীর পূর্ব্বাশ্রমের বংশ হইতেও পারেন। কাহারও মতে, কেশব ভারতীর ভ্রাতা, মতান্তরে—তচ্ছিষ্য মাধব ভারতীর শিষ্য—বলভদ্র, তিনিও ভারতী হইয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের দুই সন্তান—মদন ও গোপাল। মদন—আউরিয়ায় ও গোপাল—দেন্দুড়ে বাস করিতেন। মদনের বংশে 'ভারতী' ও গোপালের বংশে 'ব্রহ্মচারী' উপাধি। উভয় বংশের অনেকেই আছেন। গৌরগণোদ্দেশে ৫২ শ্লোক—"মথুরায়াং যজ্ঞসূত্রং পুরা কৃষ্ণায় যো মুনিঃ। দদৌ সান্দীপনিঃ সোঽভূৎ অদ্য কেশবভারতী।।" ১১৭ শ্লোক—" ইতি কেচিৎ প্রভাষন্তেঽক্রূরঃ কেশবভারতী।।"

১৪৩২ শকাব্দায় কাটোয়ায় ইনি নিমাই পণ্ডিতকে সন্ন্যাস দান করেন। বৈষ্ণবমঞ্জুষা—২য় সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

শ্রীব্রহ্মানন্দ পুরী—শ্রীমহাপ্রভুর নবদ্বীপলীলায় কীর্ত্তনের সঙ্গী ছিলেন। সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্বে ও তৎকালে মহাপ্রভু তাঁহাকে বিশেষ বিশ্বাস করিতেন। নীলাচলেও তিনি সঙ্গী হইয়া আসিয়াছিলেন।

শ্রীব্রহ্মানন্দ ভারতী—যেকালে ইনি নীলাচলে প্রভুর দর্শনে গিয়াছিলেন, তৎকালে তাঁহার পরিধেয় বসন মৃগচর্ম্ম-নির্ম্মিত ছিল। শ্রীমহাপ্রভু তাঁহার নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইয়া ছদ্ম করিয়া ভারতীকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছেন শুনিয়া ব্রহ্মানন্দ চর্ম্মাম্বর ত্যাগ করিয়া কাষায়-বহির্ব্বাস গ্রহণ করেন। ইনি মহাপ্রভুর নিকট কিছুদিন নীলাচলে বাস করিয়াছিলেন।

১৪। কেশবপুরী, কৃষ্ণানন্দপুরী, নৃসিংহতীর্থ ও সুখানন্দ-পুরী—গৌরগণোদ্দেশে (৯৭-১০০ শ্লোক) "কৃষ্ণানন্দঃ কেশবশ্চ শ্রীদামোদর-রাঘবৌ। অনন্তশ্চ সুখানন্দো গোবিন্দো রঘুনাথকঃ।। পর্য্যপাধিক্রমাৎ জ্ঞেয়া অণিমাদ্যষ্টসিদ্ধয়ঃ। জায়ন্তেয়াঃ স্থিতা উর্দ্ধরেতসঃ সমদর্শিনঃ। নব ভাগবতাঃ পূর্ব্বং শ্রীভাগবত-সংহিতাঃ।। প্রত্যুচুর্জ্জনকং তেঽদ্য ভূত্বা সন্ন্যাসিনঃ সদা। প্রভুণা গৌরহরিণা বিহরন্তি স্ম তে যথা। শ্রীনৃসিংহানন্দতীর্থঃ শ্রীসত্যা-নন্দভারতী। শ্রীনৃসিংহ-চিদানন্দ-জগন্নাথা হি তীর্থকাঃ।।"

২৭। মূল—মূল্য।

দীনদুঃখী জীবের উদ্ধার ঃ—

অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি' ফেলে চতুর্দ্দিশে ।
দরিদ্র কুড়াঞা খায়, মালাকার হাসে ॥ ৩০ ॥
মালাকার কহে,—শুন, বৃক্ষ-পরিবার ।
মূলশাখা-উপশাখা যতেক প্রকার ॥ ৩১ ॥

চৈতন্য-বৃক্ষের সর্ব্বাঙ্গই চেতনময় এবং চেতনময় ফলাস্বাদনে অচেতন জীবের চৈতন্য ঃ—

অলৌকিক বৃক্ষ করে সর্ব্বেন্দ্রিয়-কর্ম্ম ।
স্থাবর হইয়া ধরে জঙ্গমের ধর্ম্ম ॥ ৩২ ॥
এ বৃক্ষের অঙ্গ হয় সব সচেতন ।
বাড়িয়া ব্যাপিল সবে সকল ভুবন ॥ ৩৩ ॥

নামপ্রেমপ্রচার একাকী অসম্ভব দেখিয়া সকলকে অবিচারে বিতরণে আদেশ ঃ—

একলা মালাকার আমি কাহাঁ কাহাঁ যাব ।
একলা বা কত ফল পাড়িয়া বিলাব ॥ ৩৪ ॥
একলা উঠাঞা দিতে হয় পরিশ্রম ।
কেহ পায়, কেহ না পায়, রহে মনে ভ্রম ॥ ৩৫ ॥
অতএব আমি আজ্ঞা দিলুঁ সবাকারে ।
যাঁহা তাঁহা প্রেমফল দেহ' যারে তারে ॥ ৩৬ ॥
একলা মালাকার আমি কত ফল খাব ।
না দিয়া বা এই ফল আর কি করিব ॥ ৩৭ ॥
আত্ম-ইচ্ছামৃতে বৃক্ষ সিঞ্চি নিরন্তর ।
তাহাতে অসংখ্য ফল বৃক্ষের উপর ॥ ৩৮ ॥

প্রেমাস্বাদনে জীবের অমৃতত্ব-প্রাপ্তি ঃ—

অতএব সব ফল দেহ' যারে তারে ।
খাইয়া হউক্ লোক অজর অমরে ॥ ৩৯ ॥

গৌরের দয়া দেখিয়া গৌরনাম-কীর্ত্তনেই জীবের নিত্য মঙ্গল ঃ—

জগৎ ব্যাপিয়া মোর হবে পুণ্য খ্যাতি ।
সুখী হইয়া লোক মোর গাহিবেক কীর্ত্তি ॥ ৪০ ॥

ভারতভূমিতে জন্মিয়া মানবমাত্রেরই মানবকে নিত্যদয়া বা কৃষ্ণোন্মুখী করা অবশ্য কর্ত্তব্য ঃ—

ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার ।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার ॥ ৪১ ॥

কায়মনোবাক্যে জীবকে কৃষ্ণভক্তিতে উন্মুখী করাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দয়া বা মঙ্গলাচরণ ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।২২।৩৫)—

এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু ।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা ॥ ৪২ ॥

বিষ্ণুপুরাণ (৩।১২।৪২)—

প্রাণিনামুপকারায় যদেবেহ পরত্র চ ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা তদেব মতিমান্ ভজেৎ ॥ ৪৩ ॥

মালী মনুষ্য আমার নাহি রাজ্য-ধন ।
ফল-ফুল দিয়া করি' পুণ্য উপার্জ্জন ॥ ৪৪ ॥

বৃক্ষের নির্হেতুকদয়া-দর্শনে, মূল কল্পবৃক্ষ হইবার ইচ্ছা ঃ—

মালী হঞা বৃক্ষ হইলাঙ এই ত' ইচ্ছাতে ।
সর্ব্বপ্রাণীর উপকার হয় বৃক্ষ হৈতে ॥ ৪৫ ॥

অনুভাষ্য

৪০। যেরূপ সংসারে পুণ্যপ্রভাবে লোকসমূহ সুখী হয়, পাপের প্রসারণে মনুষ্যের দুঃখ বৃদ্ধি হয়, পুণ্যবানের পবিত্র চরিত্র কীর্ত্তিত হয়, পাপীর দৌরাত্ম্য-কথা লোকে মুখে আনিতেও ইচ্ছা করে না, সেইরূপ কৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্ত হইয়া জগতের লোক সুখী হইলে প্রেমপ্রদাতার সুখ্যাতিই বৃদ্ধি পাইবে।

৪১। পবিত্র ভারতবর্ষে নরকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া জগতের প্রকৃত নিত্য উপকার করাই সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র দেশে ও সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রাণিমধ্যে শরীর ধারণ করার সফলতা।

৪২। বস্ত্রহরণ-লীলান্তে নিজ-সখা গোপবালকগণের সহিত বহুদূর গমন করিয়া বৃক্ষতলে বসিয়া বিশ্রাম-কালে বৃক্ষসমূহের পরোপকার বা দয়া-প্রবৃত্তি ও সহিষ্ণুতা-দর্শনে উহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া সখাগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য,—

সদা প্রাণৈঃ অর্থৈঃ ধিয়া বাচা [সর্ব্বতোভাবেন] দেহিষু

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪২। প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা পরের প্রতি নিরন্তর শ্রেয় আচরণ করাই দেহধারী জীবের জন্মসাফল্য।

৪৩। কর্ম্ম, মন ও বাক্যদ্বারা ইহকাল ও পরকাল-সম্বন্ধে প্রাণীদিগের যাহা উপকারার্থ হয়, তাহাই বুদ্ধিমান্ লোক আচরণ করেন।

অনুভাষ্য

(জীবেষু) শ্রেয় আচরণং (নিত্য-মঙ্গলানুষ্ঠানং ভগবদ্বৈমুখ্যাপনোদনপূর্ব্বক-তদুন্মুখীকরণেন নিত্য-দয়ায়াঃ সুষ্ঠু প্রদর্শনমিত্যর্থঃ)—এতাবৎ এব ইহ (সংসারে) দেহিনাং (জীবানাং) জন্মসাফল্যং [ভবতীতি শেষঃ]।

৪৩। মতিমান্ (বুদ্ধিমান্ জনঃ) যৎ এব কর্ম্ম ইহ (জগতি) পরত্র (অমুত্র) চ, প্রাণিনাম্ উপকারায় (নিত্যমঙ্গলায়) ভবতি, তদেব (ভগবদ্ভক্ত্যুন্মুখি-সুকৃতোৎপাদনমেব) কর্ম্মণা, মনসা, বাচা (কায়মনোবাক্যেন) ভজেৎ।

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।২২।৩৩)—

অহো এষাং বরং জন্ম সর্ব্বপ্রাণ্যুপজীবিনাম্ ।
সুজনস্যেব যেষাং বৈ বিমুখা যান্তি নার্থিনঃ ॥ ৪৬ ॥

তাহা শুনিয়া বৃক্ষাঙ্গগণের আনন্দ ঃ—

এই আজ্ঞা কৈল যদি চৈতন্য-মালাকার ।
পরম আনন্দ পাইল বৃক্ষ-পরিবার ॥ ৪৭ ॥

অধিকার-নির্ব্বিশেষে প্রেমফল-বিতরণ ঃ—

যেই যাঁহা তাঁহা দান করে প্রেমফল ।
ফলাস্বাদে মত্ত লোক হইল সকল ॥ ৪৮ ॥
মহামাদক প্রেমফল পেট ভরি' খায় ।
মাতিল সকল লোক—হাসে, নাচে, গায় ॥ ৪৯ ॥
কেহ গড়াগড়ি যায়, কেহ ত' হুঙ্কার ।
দেখি' আনন্দিত হঞা হাসে মালাকার ॥ ৫০ ॥

জীবকে নিজানুরূপ কৃষ্ণপ্রেমার্পণদ্বারা মহাভাগবতকরণ ঃ—

এই মালাকার খায় এই প্রেমফল ।
নিরবধি মত্ত রহে, বিবশ-বিহ্বল ॥ ৫১ ॥
সর্ব্বলোকে মত্ত কৈলা আপন-সমান ।
প্রেমে মত্ত লোক বিনা নাহি দেখি আন ॥ ৫২ ॥

অধম নিন্দকাদিরও কৃষ্ণপ্রেমপ্রাপ্তি-ফলে উদ্ধার ঃ—

যে যে পূর্ব্বে নিন্দা কৈল, বলি' মাতোয়াল ।
সেই ফল খায়, নাচে, বলে—ভাল, ভাল ॥ ৫৩ ॥
এই ত' কহিলুঁ প্রেমফল-বিতরণ ।
এবে শুন, ফলদাতা যে যে শাখাগণ ॥ ৫৪ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে ভক্তিকল্পতরুবর্ণনং নাম নবমঃ পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৬। বৃক্ষদিগকে উদ্দেশ করিয়া কহিতেছেন,—অহো! ইঁহারা সকল প্রাণীর উপজীবন। ইঁহাদের জন্ম সফল। ইঁহাদের নিকট হইতে অর্থীসকল বিমুখ হইয়া যায় না। ইঁহারা সুজনগণের ন্যায় ব্যবহার করেন।

ইতি অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে নবম পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

৪৬। বস্ত্রহরণ-লীলান্তে নিজ-সখা গোপবালকগণের সহিত বহুদূর গমন করিয়া বৃক্ষতলে বসিয়া বিশ্রাম করিতে করিতে বৃক্ষগণের সহিষ্ণুতা ও সর্ব্বদা পরোপকার-প্রবৃত্তি দেখিয়া উহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া সখাগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য,—

অহো এষাং (বৃক্ষাণাং) সর্ব্বপ্রাণ্যুপজীবনং (সর্ব্বেষাং প্রাণিনাম্ উপজীবনং) জন্ম সুজনস্য ইব বরং (শ্রেষ্ঠং),—যেষাং (যেভ্যঃ) অর্থিনঃ (প্রার্থিনঃ) বিমুখাঃ (বিফলাভীষ্টাঃ সন্তঃ) ন যান্তি (প্রত্যাবর্ত্তন্তে)।

ইতি অনুভাষ্যে নবম পরিচ্ছেদ।

দশম পরিচ্ছেদ

কথাসার—দশম পরিচ্ছেদে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজশাখা-বর্ণন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

গৌরভক্ত-বন্দনা ঃ—

শ্রীচৈতন্যপদাম্ভোজ-মধুপেভ্যো নমো নমঃ ।
কথঞ্চিদাশ্রয়াদ্ যেষাং শ্বাপি তদ্গন্ধভাগ্‌ভবেৎ ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। শ্রীচৈতন্যপাদপদ্মমধুপদিগকে আমি বারবার নমস্কার করি। তাঁহাদিগকে কোনপ্রকারে আশ্রয় করিলে কুক্কুরও সেই পাদপদ্মগন্ধ লাভ করে।

অনুভাষ্য

১। শ্রীচৈতন্যপদাম্ভোজমধুপেভ্যঃ (শ্রীচৈতন্যস্য পদাম্ভোজয়োঃ মধুঃ ভক্তিরসং পিবন্তি যে মধুপাঃ ভৃঙ্গাঃ তেভ্যঃ গৌরভক্তেভ্যঃ) নমো নমঃ ;—যেষাং কথঞ্চিৎ (কেনচিৎ অপি প্রকারেণ) আশ্রয়াৎ শ্বা (কুক্কুরঃ—ভোগাপরঃ ভগবদ্ভক্তৌ শ্রদ্ধাহীনঃ) অপি তদ্-গন্ধভাক্ (তয়োঃ গৌরপদকমলয়োঃ গন্ধং ভজতি প্রাপ্নোতি ইতি গৌরভক্তিমান্) ভবেৎ।